**জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক মালিকানা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরির বিকল্প নেই**

# বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রিসিলিয়েন্স তহবিল(BCCRF)-এ বিশ্ব ব্যাংকের কর্তৃত্ব প্রলম্বিত করবেন না

**১. জলবায়ু তহবিল: বিশ্ব ব্যাংকের নেতৃত্ব কিভাবে এলো**

এটা বিশ্বব্যাপী সর্বজনবিদিত যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সারা বিশ্বের সহানুভূতির দৃষ্টি বাংলাদেশের দিকে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এমতাবস্থায় সর্বপ্রথম ২০০৭ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাজেটে জলবায়ু অভিযোজনের জন্য নিজস্ব অর্থায়নে ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। এর পরের তিনবছরও প্রতিবছর ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। পরবর্তীতে এই টাকায় বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) গঠিত হয়, যা বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অধীন এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে।

এর বাইরে, ২০০৭ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বৃটিশ সরকার বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু অভিযোজন ব্যবস্থাপনায় একটি মাল্টি ডোনার ট্রাস্ট ফান্ড (MDTF) প্রস্তাবনা করে, যেখানে ৬৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং অনুদান ঘোষণা করা হয়। উক্ত সম্মেলনে বৃটিশ সরকার প্রস্তাব করে যে, বিশ্ব ব্যাংক যেন এই তহবিল ব্যবস্থাপনা করবে।

সম্মেলনে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দের পাশাপাশি কিছু সরকারি প্রতিনিধিবৃন্দও MDTF-কে সাধুবাদ জানালেও, উক্ত তহবিল ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব ব্যাংকের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করেন। নাগরিক সমাজের তরফ থেকে এর বিরোধিতা ক্রমাগতভাবে ২০১০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

২০১০ সালের প্রথম দিকে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, উক্ত MDTF অভিহিত হবে BCCRF হিসেবে এবং এই তহবিলের মালিকানা বাংলাদেশ সরকারের হাতে থাকলেও, সাময়িকভাবে এর ব্যবস্থাপনা থাকবে বিশ্ব ব্যাংকের কাছে। বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশ সরকার তহবিল ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা অর্জন করলে উপযুক্ত সময়ে তহবিল ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। বলা হয় যে, বিশ্ব ব্যাংকের দায়িত্ব FIDUCIARY management, আভিধানিক ভাষায় যার অর্থ হলো অন্যের অর্থ পরিচালনা করা। এই পর্যন্ত সরকার কিংবা বিশ্ব ব্যাংক কারো পক্ষ থেকে প্রথমত, উপরোক্ত FIDUCIARY ব্যবস্থাপনায় আসলে কার কী কাজ সেটা কখনো পরিষ্কার করে কোথাও বলা হয়নি, এবং দ্বিতিয়ত, কতদিন পর্যন্ত এই উপরোক্ত FIDUCIARY ব্যবস্থাপনা চলবে তাও বলা হয়নি।

এটা জানা গেছে যে, উক্ত BCCRF-এ ইতিমধ্যে ১২৮ মিলিয়ন ডলার জমা হয়েছে। যার মধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, নেদারল্যান্ড ও ডেনমার্ক সরকারেরও অনুদান রয়েছে।

**২. আমরা কেন জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব ব্যাংকের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করি? বিকল্প পথ হলো স্বাধীন সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক মালিকানা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান**

মুলত আমরা যেসব কারণে জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব ব্যাংকের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করছি তার প্রধান কারণগুলো হচ্ছে-

(ক) বিশ্ব ব্যাংক সারা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের উপর বিভিন্ন শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে বাছ-বিচারহীনভাবে ব্যক্তিমালিকানা করণ,বাণিজ্যিকীকরণ ও আমদানিকরণ করে আসছে। যার ফলে মানুষের নাগরিক অধিকার হিসেবে প্রয়োজনীয় সুবিধা যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ভৌত ও অভৌত কাঠামোগুলোর ক্রমাগত দাম বাড়ছে। এসব কাজগুলো মুলত তারা করে থাকে রাষ্ট্র যাতে তাদের ঋণ ফেরত প্রদানের সক্ষমতা ধরে রাখতে পারে, দেশীয় শিল্প ব্যবস্থার বিকাশ যাতে না হয়, সর্বোপরি বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বাজার যাতে সম্প্রসারিত হয়।

বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে এ ধরনের বহু শর্ত সরকারের উপর চাপিয়ে দেওয়ার নজির বিশ্ব ব্যাংকের রয়েছে।

(খ) এখনো পর্যন্ত বিশ্ব ব্যাংক সর্বোচ্চ মাত্রায় কার্বন উদগীরণকারী প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে। শুধুমাত্র ২০১১ সালেই যে বিনিয়োগের পরিমাণ ২৮ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এ জন্য বিশ্বব্যাপী প্রগতিশীল সরকারসমূহ এবং নাগরিক সমাজ Green Climate Fund (GCF)-এ বিশ্ব ব্যাংকের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করে আসছে। বিশ্বের জলবায়ু ধ্বংসের জন্য যেখানে বিশ্ব ব্যাংককে দায়ি করা যায়, সেখানে জলবায়ু জনিত সমস্যা থেকে পৃথিবিকে তারা কতটুকু উদ্ধার করবে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ বৈকি!

(গ) বিশ্ব ব্যাংকের পূর্বতন ভূমিকা থেকে বিশ্বের গরিব দেশসমূহ এবং গরিব মানুষের কাছে প্রমাণিত যে, ঋণ দিয়ে ব্যবসা করা, উন্নত দেশের বহুজাতিক কোম্পানিসমূহের জন্য উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর বাজার খুলে দেওয়া এবং উন্নত দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণ করাই বিশ্ব ব্যাংকের মুল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের জলবায়ু তহবিলে বিশ্ব ব্যাংকের কর্তৃত্ব এই কারণে জরুরি যে,

(১) যেহেতু বিশ্বের অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ চিহ্নিত হয়েছে, সুতরাং এ জন্য যে অর্থ সাহায্য আসবে, তা নিয়ে ব্যবসা ও কর্তৃত্ব না থাকলে বিশ্ব ব্যাংক তার চিরায়ত কর্তৃত্ব করতে পারবে না।

(২) বিশ্ব ব্যাংক সারা বিশ্বের কাছে উদাহরণ হিসেবে দেখাতে চায় যে, তারা বাংলাদেশের তহবিল

ব্যবস্থাপনা করতে পেরেছে, আর তাই **GCF**-সহ পৃথিবির সব দেশের জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনার ভার তাদের হাতে থাকা উচিৎ। অর্থাৎ তারা বাংলাদেশকে একটি উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতে চায়।

(ঘ) আমরা ২০০৭ তথা গোড়া থেকেই জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক মালিকানাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দাবি করে আসছি। বাংলাদেশে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান যেমন পলস্নী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি (ইডকল) আপাত দৃষ্টিতে ভালো ভূমিকা পালন করছে।

আমরা 'গণতান্ত্রিক মালিকানা' সম্পন্ন বলতে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ব্যবস্থাপনায় এমন ধরনের প্রতিনিধিত্ব দাবি করছি, যেখানে সরকারি দল, বিরোধী দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। এটা 'সরকারি মালিকানা' ধারণার বিপরীত। সরকারি মালিকানা মানেই হচ্ছে সেখানে সরকারের মন্ত্রী এবং আমলাদেরই প্রাধান্য ও প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

**৩. BCCRF-এ বিশ্ব ব্যাংকের বর্তমান ভূমিকা ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রলম্বিত করার পাঁয়তারা বন্ধ করুন: আমাদের দাবিসমুহ**

**ক. ২০১৩ সালের মধ্যে বিশ্ব ব্যাংককে** BCCRF **থেকে বিদায় দিন:** এটা বলা হয়েছিল যে, BCCRF ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব ব্যাংক থাকবে তিন বছরের জন্য। কিন্তু শুনা যাচ্ছে যে, BCCRF ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রলম্বিত করা হচ্ছে বা হবে। আমরা এ বিষয়ে সরকারের সুস্পষ্ট বক্তব্য দাবি করছি। আমরা মনে করি যে, BCCRF-এ বিশ্ব ব্যাংকের কর্তৃত্ব ২০১৩ সালেই শেষ হতে হবে।

**খ. বিশ্ব ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ কত? ১% থেকে সরে আসা হলো কেন?:** শুরম্নতে সরকারের পড়্গ থেকে বলা হয়েছিল যে, উক্ত ব্যবস্থাপনার জন্য বিশ্বব্যাংক মাত্র ১% সার্ভিস চার্জ নেবে। আমরা জানতে পেরেছি যে, বর্তমানে এটা নাকি ৪-১%। এ ব্যাপারেও সরকারের কাছে সুস্পষ্ট বক্তব্য দাবি করছি।

**গ. BCCRF'র অর্থ ও প্রকল্প সমুহের পুর্ণ স্বচ্ছতা দাবি করছি:** আমরা লড়্গ্য করছি যে, সরকার বা বিশ্ব ব্যাংক কেউই BCCRF-এ কত টাকা এসেছে, কোন প্রকল্পে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, কার কী প্রকল্প কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তা স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকাশ করছে না। আমরা এ বিষয়ে পুর্ণাঙ্গ বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানতে চাই।

**ঘ. গত ২-৩ বছর BCCRF-এ বিশ্ব ব্যাংক কী ভূমিকা পালন করেছে তা জানতে চাই:** আমরা আরও জানতে চাই, বিগত দুই বছরে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারকে কী কারিগরি সহায়তা দিয়েছে যার মাধ্যমে সরকার এই তহবিল ব্যবস্থাপনায় সড়্গমতা অর্জন করার পথে? একই ভাবে সরকারের কাছেও জানতে চাই যে, তাদের কী ধরনের প্রস্তুতি ছিল বা আছে যাতে করে তারা এক সময় এ তহবিল ব্যবস্থাপনায় সড়্গম হবে।

**ঙ. আমলা ও ডোনার ডার্লিং কনসাল্টেন্টদের খপ্পর থেকে বের হওয়ার জন্য রাজনৈতিক সাহস চাই;** আমরা যৌক্তিকভাবেই সন্দেহ করতে চাই যে, সরকারের ভেতর একটি অংশ এমনভাবে কাজ করছে যে, যাতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে বিশ্ব ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমরা এড়্গেত্রে আমলাতন্ত্র এবং ডোনার ডার্লিং কনসাল্টেন্টদের চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছি। সময় এসেছে, সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ঐসব চক্রের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।


**সংগঠনসমুহ:**

অর্পন, বাপা, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বিপনেটসিসিবিডি, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ, সেন্টার ফর গেস্নাবাল চেঞ্জ, সিএসআরএল, সিসিডিএফ, ইক্যুইটিবিডি, কৃষাণী সভা, মানুষ মানুষের জন্য, ক্লাইমেট ফাইনেন্স গভর্নেন্স নেটওয়ার্ক, এমএফটিডি, এনসিসিবি, অনলাইন নলেজ সোসাইটি, এসডিও, সিরাজগঞ্জ ফ্লাড ফোরাম, সুরড়্গা ও অগ্রগতি ফাউন্ডেশন এবং ভয়েস

**সচিবালয়:**

ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩/৩, রোড়: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: ০২ ৮১২৫১৮১/৮১৫৪৬৭৩, ই মেইল: info@equitybd.org,

ওয়েব: www.equitybd.org

**যোগাযোগ:**

মোস্তফা কামাল আকন্দ, *মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৯১, ইমেইল: kamal@coastbd.org*

মো মজিবুল হক মনির, মোবাইল: *০১৭১৩৩৬৭৪৩৮, ইমেইল:munir@coastbd.org*